রিয়াদ

মরুভূমির ধূসর বাস্তবতা

সৌদি আরবে এখনো বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান, ইসলাম ও মুসলমানদের পাদপীঠ হিসেবে সৌদি আরব হতে পারতো ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতীক। কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত... রিয়াদ থেকে **শা. বেলাল মীম**

প্রখ্যাত মানবতাবাদী লেখক এমএন রায় বলেন, 'ধর্ম হিসেবে ইসলামের উৎকৃষ্টতা প্রশ্নাতীত হলেও জাতি হিসেবে মুসলমানরা নিকৃষ্ট-মানের'। সৌদি আরবে বসবাসকৃত লক্ষ লক্ষ প্রবাসী কথাটির সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবেই আরবরা যাযাবর বেদুঈন। গোত্রপ্রীতি ও কৌলিন্য মনোভাব এদের মজ্জাগত। একবিংশ শতকেও এদের মধ্যযুগীয় জং ধরা মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। যদিও উটের স্থানে এসেছে ফোর্ড, মার্সিডিজ, বিএমডব্লিও, শেভ রোলো জাতীয় বিশ্বখ্যাত গাড়িগুলো। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড থেকে আসছে তোফ, সেমাগ (লম্বা আলখেল্লা, মাথার লাল কাপড়)। হাতে হাতে মোবাইল। সামান্য বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে সৌদিরা অলস, নির্বোধ, যৌনকাতর একটা জাতি।

রাজকীয় অতিথি আমেরিকানরা ছাড়াও এখানে জীবিকার তাগিদে আসছে এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিশ্বের নানা দেশের দরিদ্র শ্রমিকগুলো। তন্মধ্যে এশিয়ার শ্রমিকরা চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে বছরের পর বছর। প্রচলিত আইন অনুযায়ী এখানে আগত শ্রমিক সংশ্লিষ্ট কফিলের (মালিক) কাজ ছাড়া অন্য কাজ করতে পারবে না। তার হাতেপায়ে সরকারি বিধি-নিষেধের লৌহশৃঙ্খল। কফিলের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কাজ করতে পারবে কিংবা নতুন কফিলের নিকট 'কাপালা' (ট্রান্সফার) হতে পারবে।

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সুমহান স্লোগান নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের পাদপীঠ হিসেবে সৌদি আরব হতে পারতো ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতীক। কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত। এখানে এখনও বর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান। কালো আর সাদা সৌদিদের মধ্যে চলছে নীরব স্নায়ুযুদ্ধ। একই সময়ে একই পদে নিযুক্ত একজন ফাঁকিবাজ সৌদির পারিশ্রমিক অন্য যে কোনো পরিশ্রমী এশিয়ানের চেয়ে ৪ গুণ বেশি। প্রতিটি শিল্প কলকারখানা, কৃষি খামার, অফিস আদালতে এই নির্মম বৈষম্য বিরাজ করছে। অত্যন্ত নিম্নমান ও নিম্ন বেতনের কাজগুলো করা সত্ত্বেও অজস্র বাঙালি মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছে না। অনেকে কফিলের অত্যাচারে উপায়ন্তর না দেখে আকামা, পাসপোর্ট ফেলেই পালিয়ে যাচ্ছে। এরকম অবৈধ প্রবাসীরা দেশে যাবার আশায় দূতাবাস থেকে আউটপাস নিয়েও দ্বিপাক্ষিক সমন্বয়হীনতার কারণে মানবেতর জীবন নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। মরুভূমির ধুলোবালিতে মিশে গেছে পেট্রো ডলারের স্বপ্ন। এতকিছুর পরও লাখ টাকা খরচ করে মানুষ আসছেই।

'একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, চারদিকে মুসলিম রাষ্ট্রবেষ্টিত হয়েও ইসরাইলিদের ধারাবাহিক ঔদ্ধত্যের অন্তরালে রয়েছে মার্কিনিদের মদদ। আমেরিকার প্রতি সৌদি সরকারের এরকম নিঃশর্ত আনুগত্য দেখে মনে হবে এদের প্রথম কেবলা বুঝি 'হোয়াইট হাউজ'

একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, চারদিকে মুসলিম রাষ্ট্রবেষ্টিত হয়েও ইসরাইলিদের ধারাবাহিক ঔদ্ধত্যের অন্তরালে রয়েছে মার্কিনিদের মদদ। আর সৌদি হুকুমাহ যে কোনো মূল্যে মার্কিনীদের ক্ষেপাতে চায় না, আমেরিকার প্রতি সৌদি সরকারের এরকম নিঃশর্ত আনুগত্য দেখে মনে হবে এদের প্রথম কেবলা বুঝি 'হোয়াইট হাউজ'। টু হলি মস্কো'র কাস্টডিয়ানরা নিজেদের ইসলামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনে করলেও মুসলিম উম্মাহ'র নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতা ও নৈতিক অধিকার কোনটাই তাদের নেই।

সৌদি অর্থনীতি মূলত আমদানী নির্ভর। সুপরিসর বোয়িং বিমান থেকে শাকসব্জি পর্যন্ত আসছে আমেরিকা থেকে। বিদেশীদের সংস্পর্শে থেলে এরা কিছু ইংরেজি বলতে শিখছে। অবশ্য অভিজাত সৌদিরা নিজেদের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় পাঠাচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রায়ও পশ্চিমী ভাবধারা সুস্পষ্ট। নিজেদের কৃষ্টি, কালচার, কানুনকে এরা থোড়াই কেয়ার করে। অধিকাংশ সৌদি বিদেশীদের সামনে নিজকে 'প্রিন্স' বলে মনে করে। উগ্র আচরণই এদের স্বভাব। এদের চরিত্রে ধৈর্য,সহনশীলতা বলতে কিছু নেই। পরিবেশনকৃত খাবারের ভাগ নষ্ট করা যেন এদের ফ্যাশন। এরা গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখেই নামাজ পড়তে যাবে কিংবা মার্কেটে মার্কেটে অযথা ঘুরবে। একজন বিদেশী যত চৌকষই হোক না, দাঁতে শেওলা জন্মানো নিরক্ষর ছাগলব্যাপারীও স্পর্ধা নিয়ে বলবে, 'তুমি বিদেশী মিসকিন, টাকার জন্য আমার দেশে এসেছ...'। উল্লেখ্য, এখানে ছাগল ব্যবসা খুবই লাভজনক। যার কিছু ছাগল ও কুমারী মেয়ে আছে তার বুড়ো বয়সে কোনো ভাবনা নেই। এখানে কনের অভিভাবককে মোহরানার সম্পূর্ণ অর্থ (কমপক্ষে ৭০ হাজার রিয়াল) পরিশোধ করেই বরকে বিয়ে করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়ের বিয়েতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বুড়ো বাপ আরেকটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে বসেছে অর্থাৎ যার অর্থ আছে সে অনায়াসে একাধিক বিয়ে করতে পারে।

রাজধানী রিয়াদের সিটি সেন্টার 'বাথা'। প্রবাসীদের মিলন মেলা। এখানে রয়েছে বাঙালি, ফিলিপিনো, ইন্ডিয়ান প্রভৃতি মার্কেট। অতি সম্প্রতি কিছু সৌদি দুবৃর্ত্ত ইন্ডিয়ান মার্কেট থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে এক ভারতীয় মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এসব ছাড়াও মাঝে মাঝে ছিনতাই, ডাকাতির ঘটনাও ঘটে। কড়া গোপনীয়তার মধ্যেও চলছে পতিতাবৃত্তি কিংবা ড্রাগ ট্রাফিকিং। এতদসত্ত্বেও এখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক। সৌদি এবং প্রবাসীরা পুলিশকে খুব ভয় ও মান্য করে। তবে প্রবাসী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অনেক সময় পুলিশ তার নিরপেক্ষ চরিত্র ধরে রাখতে পারে না। এখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা কিংবা রাজনৈতিক দল বলতে কিছু নেই। যে কোনো প্রকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ, রাজপরিবারই সব ক্ষমতার উৎস। তাদের কিংবা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহিলাদের পর্দা বাধ্যতামূলক। নামাজের সময় সব দোকানপাট, অফিস-আদালতের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত।

আজকের রাজতান্ত্রিক সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উন্নততর অবকাঠামো, রাস্তাঘাট টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তেলব্যবস্থাপনা প্রভৃতির পেছনে রয়েছে তাদের প্রধান মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অবদান। সৌদিরাও প্রত্যুপকারে পিছপা নয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলি হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত কায়রো ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইহুদীবাদের দোসর আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে তেল উৎপাদন কমানোর আহবান জানায়। সঙ্গত কারণেই OPEC-এর প্রভাবশালী সদস্য সৌদি আরবসহ কয়েকটি মার্কিনী তাবেদার মুসলিম রাষ্ট্র এতে রাজি হয়নি, ফলে লিবিয়াসহ কিছু দেশ বৈঠক বর্জন করে। এসব কারণে 'বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য' আজ শতছিন্ন বস্ত্রের মতই ম্রিয়মাণ। 'পৃথিবীর সব মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই' মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বোধের এই সুমহান ঐশীবাণীগুলো আজ তেলসমৃদ্ধ ভোগবাদী আরবদের কাছে শুধুই কথার কথা।

টোকিও

হোটেল ট্রেন

জপানি অর্থনীতিতে সাময়িক বিপর্যয় দেখা দিলেও তারা নিশ্চয়ই এটা কাটিয়ে উঠবে। শক্ত অর্থনীতির কারণেই তাদের সৃষ্টিতে রয়েছে বিস্ময়

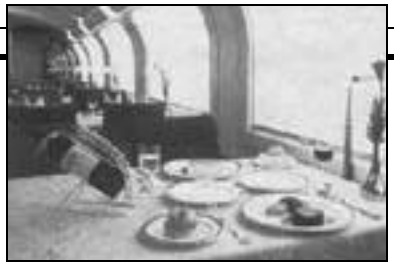

ট্রেনের ভিতর ডিনারের আয়োজন

অত্যাধুনিক সেই ট্রেন

১৯৯৯ সাল থেকে জাপান রেলওয়ে চালু করেছে হোটেল ট্রেন ক্যাসিওপিয়া। টোকিও থেকে সাপ্পোরো, সাড়ে ষোল ঘন্টার জার্নি। ট্রেন বদলের ঝামেলা নেই, নেই বিমানবন্দরে ছোটাছুটি অথবা বাইরের প্রচন্ড শীতের ঝক্কি। কিছুটা ঘুমিয়ে কিছুটা দু'পাশের শ্বেত-শুভ্র বরফের মরুভূমি দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া। মাঝখানে সাগরের তলদেশ জুড়ে নির্মিত অবিশ্বাস্য টানেল। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টকে সাজানো হয়েছে হোটেল রুমের আদলে। যে কোনো অভিজাত হোটেলের একটি কামরা সব ফেসিলিটিজসহ। টিভি, ফ্রিজ, ফোন, টয়লেট, শাওয়ার, ড্রিংকস, খাবার, Sleep wear, নিউজ পেপার— যেন নিজের ঘরেই আছি। টোকিও ওয়েনো স্টেশন থেকে বিকেল ৪.২০ মিনিটে ট্রেনে চাপলাম, সঙ্গে ঢাকার রোকনপুরের স্নেহধন্য ঝিনুর আগ্রহেই এই ট্রেন ভ্রমণ। পরদিন সকাল ৮.৫৫ মিনিটে হোক্কাইডো'র সাপ্পোরোতে পৌঁছবার কথা। সারাদিন হোক্কাইডোতে কাটিয়ে সেদিনই বা পরের যে কোনো দিন রিটার্ন ট্রিপে টোকিওতে ফেরার ব্যবস্থা, ফেরার ট্রেন সাপ্পোরোতে বিকেল ৪.২২ মিনিটে পরদিন সকাল ৯.২১ মিনিটে টোকিওর ওয়োনো। ইচ্ছে করেই হোক্কাইডোর পথে হাকোদাতে নেমে গেলাম। হাকোদা বিখ্যাত মেইজি শাসনামলের (১৮৬৮...) কীর্তির জন্য। দর্শণিয় স্থানগুলোতে ঘুরবার চমকপ্রদ ব্যবস্থা। এখানেই দেখলাম বিশ্বখ্যাত Snow Festival বরফ কেটে কেটে বানানো অপূর্ব সব কীর্তি। আইফেল টাওয়ার, চীনের প্রাচীর এমনকি আগ্রার তাজমহল। এখানকার আরেকটি দর্শনীয় স্থান হচ্ছে অকোটস্ক সাগর (Sea of Oktiotsk)। ফেব্রুয়ারিতে এই সাগরের ওপর ভাসমান বরফ দেখতে পর্যটকদের ভিড় জমে যায়। এখানেই 'ওতারু' স্কি আর স্নো বোর্ডারদের স্বপ্নভূমি।

কাজী ইনসানুল হক , SVAX TT BLD. IF- ASUIT-133
3-11-15 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-0001

রোম

জনতা মিনি মার্কেট

গত বছরে ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনন্দউল্লাস নিয়ে ইটালির অন্যতম শিল্প শহর প্রাতোতে বাংলাদেশী খাবার-দাবার নিয়ে তিন বাংলাদেশী বন্ধু একত্রিত হয়ে 'জনতা মিনি মার্কেট' নাম দিয়ে আলিমেন্টারি উদ্বোধান করেন। মিলাদ মাহফিলে কোরআন থেকে তোলাওয়াত করেন এসোসিয়েশন ইসলামী কো প্রাতোর মাননীয় সভাপতি জনাব নাদিম আরিফ ও মোনাজাত পরিচালনা করেন উক্ত সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ আসলাম। জনতা মিনি মার্কেটের স্বত্বাধিকারী তিন জন হলেন— মোঃ আরিফ, মোঃ সেলিম ও মোঃ সিরাজ। জনাব আরিফের নামের ওপর আলিমেন্টারি লাইসেন্স এবং তিনি একাই অর্ধেক পার্টনার, বাকি দুজন অর্ধেক। প্রাতো শহরে আলিমেন্টারি এটাই বাংলাদেশীদের প্রথম। ২-৩ বছর আগে থেকে প্রাতো টেলিফোন ইন্টারন্যাশনাল নামে লুৎফর রহমান খান টেলিফোন সেন্টার দিয়েছেন, বর্তমানে ভালো ব্যবসাও করছেন।

রেজাউল করিম মৃধা
ইতালি

মক্কা

ইয়াসিরের সুখী জীবন

মা সায়া এবং মেয়ে জোহারা

ইয়াসির-এর স্ত্রী ও কন্যার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত

বর্তমান বিশ্বের নজর যখন ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষের দিকে আর ফিলিস্তিনের গাজার রাস্তায় রাস্তায় সর্বস্তরের জনগণ যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বার বার ব্যর্থ হচ্ছে শান্তি আলোচনা আর স্বাধীন শান্ত ফিলিস্তিনের জনগণের স্বপ্ন। তখন কিন্তু শান্তি আর সুখেই আছে ফিলিস্তিনের জনগণের নেতা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ইয়াসির আরাফাতের স্ত্রী-কন্যা। ৫ বছর বয়সী কন্যা আর ৩৪ বছর বয়সী স্ত্রী স্বর্গ সুখেই বাস করছেন ফিলিস্তিনেরই একটি শহরে। ইয়াসিরের দোতলা ভবনের নিচের তলায় তার নিজস্ব অফিস কক্ষ আর ওপর তলায় স্ত্রী-কন্যার বাস। মাত্র দিনদিনের মাথায় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরা ইয়াসিরের কন্যা সায়ার বর্তমান বয়স ৫ বছর। প্যারিসের আমেরিকান একটি বেসরকারি ক্লিনিকে জন্ম নেয়া সায়া নাচ-গান-গল্প বলাসহ সবকিছুতেই বেশ পারদর্শী। নিজে কম্পিউটার চালায়, ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত বিচরণ করেন। প্রতি সপ্তাহে মা ও মেয়ের জন্য ব্যয় হচ্ছে বেশ কয়েক হাজার ডলার। কোথাও নেই তাদের কোনো বাধা বিপন্নতার আশংকা। নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে তাদের নিরাপত্তার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে তাদের জীবন কাটছে এক প্রকার স্বর্গ সুখেই।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু, Holy Makkah, K.S.A, ziam2001@hotmail.com

টোকিও

বাংলা শিক্ষার স্কুল

সম্প্রতি জাপানে বাংলা শিক্ষার স্কুল চালু হয়েছে যা প্রচুর সংখ্যক বাঙালি শিক্ষার্থীদের বাংলা শেখার পথ প্রশস্থ করবে

জাপানে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর চাহিদা পূরণ করে যারা দেশে ফিরে গেছেন, তাদের কেউ কেউ আবার নাগরিকত্ব নিয়ে চলে গেছেন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো দেশে। এদের কারো কারো সাথে যোগাযোগ করলে প্রথমেই যে কথাটি বলেন, তা হচ্ছে 'এখানে জাপানের মত পয়সা নেই হয়তো, তবে সুখ আছে। জাপানে সারাজীবন পড়ে থাকলেও নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে না। ওই হিসাব করলে এখানে অনেক ভাল।'

সেখানে বসবাসরত বাঙালিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, 'জাপানের মত এখানে গৎবাঁধা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে দেশ থেকে শিল্পী আসে, বক্তা আসে, রাজনীতি চলে, দলাদলি হয়। বাঙালি সব দেশেই বাঙালি। চরিত্রের পরিবর্তন নেই। পার্থক্য শুধু একটাই, সেটা হচ্ছে এখানে জাপানের চেয়ে অনেক বেশি পরিবার আছে। অনেক বেশি ছেলে-মেয়ে আছে। সময় সময় এমন কিছু পরিবেশ সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন ঠিক বাংলাদেশেই আছি। যেটা জাপানে হয় না।'

স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

স্কুলের প্রধান শিক্ষক

বিষয়টি ঠিক। অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে বাঙালি পরিবার বসবাস করছে কম। তাই বাঙালি ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে ইদানীং অনেক বাঙালি যুবক যারা দীর্ঘদিন জাপানে বসবাস করছে তাদের কেউ কেউ দেশে যাবার আইনগত সমস্যার কারণে টেলিফোনে বিয়ে করে অজানা এক ভালোবাসার টানে জাপানে উড়িয়ে আনছে বৌকে। এদের কারো কারো উদ্দেশ্য দু'জন মিলে আর ক'টাদিন থেকে কাজ করে কিছু বাড়তি পয়সা কামিয়ে চলে যাবে দেশে। তারপর...।

কড়াকড়ি ইমিগ্রেশন আইন, অত্যধিক খরচ– সব মিলিয়ে অনেকেই জাপানে সন্তান নেবার কথা ভাবতে পারে না। এর পরেও যারা সন্তান নিয়েছে, যাদের সন্তান বড়, স্কুলে যাবার মত হয়েছে তারা দূরদূরান্ত এলাকায় বসবাস করার কারণে তাদের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট কোথাও বাংলা শেখার স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারে না। তবে কেউ কেউ যে এর প্রয়োজন অনুধাবন করে না এমন নয়। প্রয়োজন যখন তীব্র হয় তখন তা পূরণের পথ বেরিয়ে আসতে বাধ্য। তারই এক জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ টোকিওতে স্বরলিপি কালচারাল একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বাংলা শিক্ষার স্কুল।

স্বরলিপি কালচারাল একাডেমী মূলত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সংগঠন জাপানে বসবাসরত উৎসাহী বাঙালি জাপানিজদেরকে বাংলা গান, কবিতা আবৃত্তি, বাদ্যযন্ত্র শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সময় জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। শুধু তাই নয়, জাপানিজদের মাঝে বাঙালি সাংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও করে স্বরলিপি কালচারাল একাডেমী। স্কুলে বর্তমানে কয়েকজন বাঙালি ছেলেমেয়ে নিয়মিত আসে। তার পাশাপাশি বাঙালি ছেলেদের স্ত্রীরাই বেশি আসে বাংলা শিখতে। সর্বমোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী এখন নিয়মিত। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ৯ জন। মাসে ২ বা ৩ রবিবার ক্লাশ হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হয় মাসে ৪,০০০ ইয়েন। শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই এক প্রকার ভলেন্টারি সার্ভিস করছেন। এদের যাতায়াত খরচ ছাড়া সম্মানী বলতে কিছুই দেওয়া হয় না। স্কুলে যারা বাংলা শেখান এদের প্রায় সবাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ করছেন কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এদের সবাই ব্যস্ত। তারপরেও আমাদের সময় দেন; বিনিময়ে তাদের জন্য আমরা ধন্যবাদ ছাড়া কিছুই দিতে পারি না। জানালেন স্কুলের প্রধান মিসেস রেনু আজাদ।

কাজী ইনসান, টোকিও, জাপান

টোকিও

মেয়েদের ট্রেন

বলা হয়ে থাকে, টোকিও'র ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে সেরা রেলওয়ে সিস্টেম। সময় মতো চলাচল, দুর্ঘটনামুক্ত। সে কারণে টোকিওতে প্রায় ৯০ ভাগ লোকের একমাত্র ভরসা ট্রেন। সেই ট্রেনটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভীতিকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। এই ট্রেনেই প্রতি-দিনই ঘটে অসংখ্য যৌন হয়রানির ঘটনা। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কিশোর, যুবতীদের দেহের স্পর্শকাতর স্থানে হাত চালিয়ে দেন কেউ কেউ, যুবক এমনকি বুড়ো ভামরাও। প্রতিকারের বিবিধ ব্যবস্থা আছে কর্তৃপক্ষের। তারপরও তা কমছে না। শুধুমাত্র মেয়েদের পরিবহনের কথা ভেবে কিও লাইন (Keio Line) চালু করেছে মেয়েদের ট্রেন। ট্রেনে মেয়েদের জন্য আলাদা সিট ব্যবস্থা কিংবা মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্ট আগেও ছিলো। কিন্তু পুরো ট্রেন? এ সিস্টেম জাপানে এই প্রথম।

শুধুই মেয়ে যাত্রী

A. R. Masud Boby, Japan

মাহামা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

এই প্রথমবারের মত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারাবিশ্বে উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি বাহরাইনের জাতীয় জাদুঘরে এ উপলক্ষে জাতিসংঘের সহযোগী প্রতিষ্ঠান UNESCO ও এদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই দিবসটি পালনের জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা বাঙালি জাতির জন্য এক বিরাট গর্বের বিষয়, কারণ সারা বিশ্ব এখন ২১ ফেব্রুয়ারির সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় আস্তে আস্তে জানতে পারবে। যেসব দেশদরদি বাংলাদেশী নাগরিক সবার অলক্ষে থেকে UNESCOকে এই দিবসটি বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সংখ্যাটি কেউ পাঠালে বাধিত হব।

Sayedur Rahaman, Quality Controller, National Fish Co. Ltd,
P.O. Box- 50129, Manama, Bahrain, A. Gulf